

# বলাই-বিহলী ।

— ❦ —

বঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণানন্দ গোস্বামী

দহশব সত্র, নগাওঁ ।

দ্বিতীয় ভাষণ

প্রকাশক—

শ্রীঅকন চন্দ্র গোস্বামী ।

ষ্টুডেন্টস ষ্টব ।

নগাওঁ.

বেচ ৯০ আঠ অনা ।



# বলাই বিহলী ।

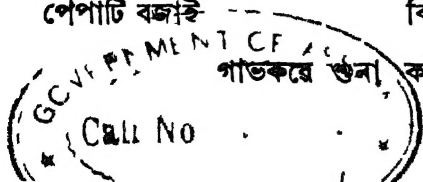
—\*—

চবাবে মুখেতে                      বিহলী গাভক  
বিলব গামোনা তুরি !  
ভায়েকলৈ বুলি                      বাচে লতা ফুল  
তললৈ মূৰটি কৰি ॥

গুটি কুল দিয়া                      বিহাব আচলে  
মাটিত চুমাди আছে,  
লাহৰী চুলি তাৰ                      তাৰ ওচৰতে  
অউলী বাউলী নাচে ॥

এনেতে বলায়ে                      লই কাষৰীত  
ম'হ হাল'লই লই ।

পেপাটি বজাই                      বিহ মাৰি ফুৰে  
গাভকয়ে শুনা কই ।





বিছৰো নাচনী                      বিহুলী গাভৰু  
তাতেই পেপাৰ মাত,  
উথল পাখল                      লাগিল হিয়াত  
তত নাইকীয়া গাত ।

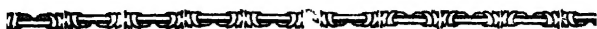
একনৌ দুকনৌ                      বাচে লতা ফুল  
মন যে কেনেবা কবে,  
এমোবর ঠাইত                      দোমোন মাৰিছে  
মাকো সৰি সৰি পৰে ।

লাহে লাহে আহি                      সন্ধিয়া পৰিল  
তাঁতসাল সামৰি থৈ  
বিহুলী গাভৰু                      ঘাটলৈ ওলাল  
লগৰ লগবোৱা লৈ।

ইজন্যে বোলে                      বিহুলী বাইট  
শিকাব লাগিব নাম,  
সিজন্যে বোলে                      বিহুলী বাইট  
কেনেকৈ নাচেনা চাম ।



“বিহবে বিবিনা                      পাতে ঐ লাহৰী  
বিহবে বিবিনা পাত,  
‘এইবার বিহতা                      কেলেই আহিলা  
বিহা নাইকোয়া গাত”।



বলাই বিহীন  
 চাৰিটি চকু  
 ততালিকে মিল হ'ল,  
 অফুত স্বৰেৰে  
 বেদনা জনাই  
 বলাই আঁতৰি গল।

লগৰ লগৰী                      সকলো চাপিল  
কলহ ভৰাই নই,  
শাৰী পাতি পাতি                ঘৰলৈ আহিল  
বিছৰে কথাকে কই।

এইবার আকৌ বিহুনৌ গাভৰু  
তামোল এখন লই,  
পানৌ অনা চলে ঘাটলৈ আহিল  
অকল শৰায়া হই।

বলায়েও আহি ম'হ বান্ধি থই  
ঘাটলৈ ওলাই গল  
নিজন ঘাটৰ নামনি গৰাত  
ছয়ো দেখাদেখি হ'ল ।



ইফালে সিফালে                      ঘূৰি ঘূৰি চাই  
নেদেখি, নুশুনি মাত,  
মিচকি হাঁহিবে                      বিহুলী গাভৰু  
তামোললৈ মেলিলে হাত।

বলাই ডেকায়ে                      তামোল লোৱা চলে  
সায়তি ধৰিলে গাত,  
ছয়োটিৰ দেহা                      একেটি কৰিলে  
গাভৰু হৰিল মাত।

কত যে দিনৰ                      সাচতীয়া কথা  
ইটিয়ে সিটিক কলে,  
চকুৰ পানাবে                      প্ৰেম পূজা কৰি  
মিলনৰ স্মৃতি থলে।

কথাৰে লাচতে                      বলায়ে শুধিলে  
নেৰনে বাপেৰৰ ঘৰ,  
সৰুটিৰে পৰা                      ভাল পাই আহি  
কিয়নো ভাবিলি পৰ ?



তার ঠেক বুজ                      বিহীন গাভক  
ঠাইতে লগালে মাত,  
অতি চেনেহব                      বিহুটি আহিছে  
নে নাচি নোরাবোঁ তাত ।

বিছ নাচনীৰ                      নাচনী উঠিম  
পাবো মানে নাম গায়,  
এই বাৰ পকা                  এই জীৱনত  
আগলৈ নো কত পাম ?

বিহু গলে হলে  
এই বাব আক  
এবিন ঘবব ভাব,  
এই সংসারত  
প্রাণ থাকে মানে  
তোমাকে কবিম সাব ।

অলপ পাচতে                      ছয়োটি আতৰি  
একাত্ত মিল হ'ল,  
কোৱা কথাবোৰ                      মনে মনে ভাবি  
ঘৰলৈ উলটি গ'ল।





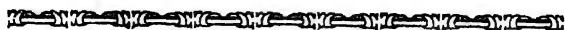


লং. দালচেনি                      হাচতি. কটাৰি  
আৰ্চি ফণিকৈ লই,  
গোলাপী বঙব                  “জাকেট” এটাকো  
কিনিব লাগিব মই।

এইবোৰ লই                      বোপাইৰ হাততে  
সকলো খৰচা দিব,  
ধনে নাতে যদি                  ককাইটিৰ পৰা  
ধাৰেট ছুটকা নিবি।

উককাৰ আগতে                      কাপোৰ ধুই লৈ  
সকলো ঠিককৈ লম,  
গাওঁ সগনৌয়া                      সকলোৱে কয়  
ময়হে নাচনৌ হ'ম ।

নেনাচিলে আক                      নেবিবও বোলে  
শুনিছ নে বাক আই,  
এইবার আক                      বিহ নাচনীৰ  
মোকেহে পাতিব ঘাই।

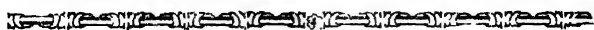


সেই দেখি ভোক                      এতিয়াই কলো  
 ঠিক কবি দিবি আঠ,  
 বাতি বিছ মাৰি                      উলতি নাহিম  
 হমগৈ বিছৰে ঘাট।

উজনী চহৰ                      ঢুলীয়া আহিব  
 নতুন কৈ মাৰিব চেও,  
 সকলোৱে কয়                      মোকে আগ কবি  
 নানাচিৰ আক কেও।

এই বেলি আক                      ছোৱালীও নাই  
 ভালকৈ নাচিব পৰা,  
 ওচৰ চুবুৰী                      সকলোৱে কয়  
 মই হে একাচি চৰা।

নাচিব নোৱাৰি                      উলতি আহিলে  
 সকলোৱে দিব লাজ,  
 জীয়াই থকাতকৈ                      মৰাটোহে ভাল  
 গাভৰুৰ নাথাকে কাজ।



অতি চেনেহৰ                      গাৰ চেলং খনি

অতি চেনেহৰ থাক

হাতোকৈ চেনেহৰ                      বহাগৰ বিহুটি

কেনেকৈ নেনাচি পাৰো।

গুটি ফুল বচা                      বিহা মেখেলাকে

এইবাৰো পিন্ধি যাম

হাতোকৈ নো বাক                      কোন গাভৰুৱে

ধুনীয়া পিন্ধে নো চাম।

বহঁম ঠুৰিৰে                      দাঁত যে বোলাম

ওঁঠো যে পৰিব ক'লা

সেন্দূৰৰ ফেঁটি                      কপালত লম

খোপাতো মাৰিম শলা।

বাৰীৰে মালতি                      খোপাতে পিন্ধিম

আঙ্গুলি জেতুকা বোল,

কপ গোটা থাক                      হাততে পিন্ধিম

সকলোটি যাব ভোল।







স্বৰগত কৈয়ো                      মৰতেই ভাল  
এনেকৈ বিহুটি পালে,  
সদায় বজালী                      চ'তৰে বিহুটি  
ভালকৈ ভাবি নে চালে ।

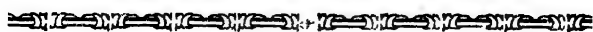
বিহুবে দিনতে                      পুৱাতে জগাৰি  
সাব যদি নাপাওঁ মই,  
মই নানাচিলে                      নাচোতাও নাই  
মনত ৰাখিব তই ।

ডেকা গাভৰু                      আনন্দৰ দিন  
কেনেনো প্রভুৰ দয়া ।  
হুখীয়া সুখীয়া                      সকলো হৰিষ  
কোনেনো বুজিব মায়া ।”

—:( \* ) :—

( ৩ )

আলি পদলিয়ে ( আজি ) মানুহৰ জাক  
আহিছে বিহুটি যাচি,  
ডেকা গাভৰু                      সকলো ওলাই  
নতুন কাচোনে কাচি ।



ই ঘবৰ পৰা                      সিঘবলৈ যায়  
 পাতিছে খোৱাৰ মেল,  
 খাই উঠি কত                      দহ-পচি মাৰি  
 কৰিছে নানান খেল ।

ৰং ধেমালিতে                      দিনটি গল  
 আনন্দে পৰাণ নাচে,  
 ঢোল, তাল লই                      হুচৰি গাবলৈ  
 সকলো সাজু হৈ আছে

চাওঁতে চাওঁতে                      একাৰ আহিল  
 সন্ধিয়া বিদায় হল,  
 যাৰ যেনে ইচ্ছা                      পিন্ধি উৰি লই  
 হুচৰি গাবলৈ গল ।

ডেকা বুঢ়া আদি                      দলে দলে আহে  
 হুচৰি গাবলৈ বুলি,  
 চোতালে চোতালে                      জুম পাতি পাতি  
 গাইছে বাগিনী তুলি ।





পোন প্রথমতে                      ধর্ম্মৰ গীতেৰে  
 ঢোলত কিৰিলি দিয়ে,  
 ওজাৰ পাচতে                      দীঘলীয়া সূৰে  
 পালিবোৰে টানি নিয়ে ।

জয় জগন্নাথ হৰি—  
 জয় জগন্নাথ”  
 ইয়াকে জোৰণি                      কৰি লই পাচে  
 কীৰ্ত্তন মিলাই দিয়ে,

ঘৰ ঘৰোৱাহী                      সকলো জনৰে  
 মন প্ৰাণ টানি নিয়ে ।

কৃষ্ণাই পদূলিত বকুল ফুলে জুপি  
 নিঘৰ পাই মেলিলে পাহি ঐ গুৰিন্দাই ৰাম”

ই কুটৰ পাছে                      সি কুট লগাই  
 কেনে যে গুৱলা টান,  
 তাৰ মাজে মাজে                      ঢোল চেৱে চেৱে  
 দিয়েহি ঢুলীয়া মান ।

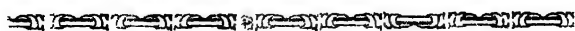


হৰি নাম লই                      বুঢ়া আনন্দিত  
 ছচৰি সুবত গাই,  
 অমিয়াৰ ধাৰা                      পৰশি প্ৰাণত  
 উলাহত নাচি যাওঁ ।

মামৰ পাচতে                      ডেকাই লগালে  
 বিহুৰ ৰাগিণী তুলি,  
 পোন পহিলাতে                      ক্ষমা খুজি ললে  
 বছৰৰ গীত বুলি ।

“কাটোতে চিকুনে                      নলীয়া কটাৰী  
 দেখিবলৈ ভাল মিত,  
 ঘৰ গিৰিহঁতে                      দাই নধৰিবা  
 গাই যাওঁ বছৰ গীত ।”

গীতৰ পাচতে                      ঢুলীয়া ডেকাই  
 ঢোলত চাপৰ দিলে  
 তাৰ লগে লগে                      খুতি তাল বাজি  
 নচুৱা জগাই নিলে ।



“তোকে কেনে কৰি            পাম প্ৰাণেশ্বৰী  
 তোকে কেনে কৰি পাম  
 তই যাৰি ঘাটলৈ            মই যাম বাটলৈ  
 পানী অনা ঘাটতে পাম ।”

ইয়াৰে লগতে            ভাল বাক্সি যাই  
 পাঁচত ঢোলৰ চেও,  
 ককাল ঘূৰাই            নতুৱা উঠেহি  
 নেচাই নোৱাৰে কেও ।

“মই যে আছিলো            পদূলি এটতে  
 তই গহাঁছিল লৰি,  
 চকু চাৱনিতো            প্ৰাণ কাটি নিলি  
 কেনেকৈ নেকান্দি পাৰি ।”

“আঠিয়া কলৰে            পাতে নেকাটিবা  
 চিৰ্ত্তিক পৰিব এঠা,  
 শত্ৰুক দেখুৱাই            কেতেহাই মাতিবা  
 ভিতৰি নেৰিবা বেথা ।”



ঘর গৃহস্থর                      ভাল নালাগিলে  
 সোনকালে বিদায় হই,  
 ইঘর পাচত                      সি ঘরলৈ যায়  
 বাগিণী কথাকে কই ।

যাৰ ভাল লাগে                      যাবলৈ নিদিয়ে  
 মাৰি থাকিবলৈ কয়,  
 বিহ লগে লগে                      নাচোতে নাচোতে  
 নতুৱা অৱশ হয় ।

তিমানতো যদি                      এৰিব নোখোজে  
 বিহৰ উঠিল ৰোল,  
 সকলো ডেকাই                      মুখে মুখে গালে  
 খৰকৈ বজালে ঢোল ।

“থাকো কত বেলি                      যাওঁ এতে বেলি  
 ফেচাই কুকলি দিব,  
 নাচোতে নাচোতে                      নতুৱা ছবিলে  
 এতিয়া বিদায় দিব ।”

এই দৰে আজি                      ঢোল-তাল বাজি  
 আনন্দে নাচিছে হিয়া,  
 যেনি কাণ যাই                      তেনিধেই শুনে  
 বিহৰে বগৰ দিয়া ।

ইদলৰ পাচত                      সিদল আহিছে  
 ঢোলত ঢাপৰ বায়,  
 দিনে কি ৰাতিয়ে                      শুনুতে শুনুতে  
 গৃহস্থৰ টোপনি নায় ।

এই দৰে গই                      ছুচৰি গাঙতে  
 ছুদিন ছুৰাতি যায়,  
 যেয়ে যতে পালে                      ততালিকে খালে  
 ধুনৰ খবৰ নায় ।

গাৰ'ৰ গাভৰু                      ছুচৰি শুনুতে  
 মন উক উক কৰে  
 উলহ মালহ                      লাগেহি হিয়াত  
 তাতে ঢলি ঢলি পৰে ।



মনব উচাত                      দমাব নোরাবি  
 বিল্লৰ গাভৰু বাই  
 দল পাতি পাতি                      পথাৰ ওলাই  
 ডেকাৰে কথাকে কই ।

হাতত টকালৈ                      কিৰিলি মাৰিলে  
 মুখোৰে লগালে গীত,  
 তক্ তক্ কৰি                      শবদ উঠিল  
 গাভৰু চঞ্চল চিত ।

“কেতিয়া আহিব                      মৰমৰে ডেকা  
 তচৰি পৰিব ওৰ,  
 আকুলে হিয়াত                      প্রেম বিলাবতি  
 ভাৱনা কৰিব দূৰ ।”

সক্ সক্ লৰা                      সকলোটি যায়  
 নাচোন চাওঁগৈ বুলি,  
 সিহঁতকে দেখি                      নাচনৌ উঠেহি  
 গীতৰ বাগিণী তুলি ।

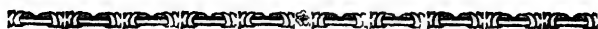


“জাতিবাঁহৰ জকাই ঔ    নাসাগ্জিবি ককাই ঔ  
 নাখাওঁ দৰিকনা মাছ,  
 মৰমৰ ডেকাহঁত            কেলেইনো নাহিলে  
 কাকনো দেখুৱাম নাচ ।”

“কিনো কথা কই            মনত ছুখে দিলো  
 কিয়নো নাহিলে ডেকা,  
 মনে ভালে বহা            দেখিব নাপালো  
 এয়েনে বিধতাৰ লেখা ।”

“আয়ে যে গুনিলে            গালি যে পাৰিব  
 বোপায়ে নিদিব ঠাই,  
 সকলো এৰি থৈ            যাম উৰা মাৰি  
 কেতিয়া লাহৰীক পাই ?”

“কেলেই লাহৰী            গলা যে পাহৰি  
 কিটো নো লগালেঁ দায়,  
 তোমাৰে কথা যে            মনতে পৰিলে  
 হিয়া যে ফাটিছে যায় ।”



গাওঁতে গাওঁতে      বাতি হই গল  
 ডেকা সমাগম নাই,  
 গাভৰু মন      উদ্বারল হ'ল  
 কেনেকৈ নো সুখ পায় ?

মনৰ বেজাৰে      সকলো গাভৰু  
 ঘৰলৈ উলতি গল,  
 মনৰ হেঁপাহ      মনতে মৰিল  
 অতিকৈ অধীৰ হ'ল ।

ইফালে ডেকায়ে      বিচলৈ গুৰুঁৰী  
 হুচৰি এৰিলে আশ,  
 বাতি পুৰালেই      গাভৰু মাতি নি  
 কৰিব বিহতে বাস ।

বিহুলী গাভৰু      ঘৰ পাওঁতেই  
 হৰিল মুখৰ বাক,  
 কাৰ ভাৱনাত      মন মজি আছে  
 কোনেনো বুজিব তাক ?





( ৪ )

পূবেদি অকণ                      ভুমুকি মাঝিলে  
 ধবলী সজাগ হ'ল,  
 ঘববুঢ়া মেথা                      যাব যেনে ইচ্ছা  
 গার্ল'লৈ ওলাই গ'ল ।

বাটে পদূলিয়ে                      পথাৰে সমাবে  
 মানুহৰ ওৱা হোৱা,  
 ঘৰে ঘৰে গালি                      চলিব লাগিছে  
 ধুমধাম খোৱা বোৱা ।

গাৱঁৰ গাভৰু                      সকলো আহিছে  
 ডেকায়ে ধৰিছে পাচ,  
 সকলোৰে প্ৰাণ                      উত্ৰাৱল হৈছে  
 চাবলৈ গাভৰু নাচ ।

বতলা গৰবে                      বিহমৰা ঠাই  
 সকলোৰে জনাকাত,  
 জাকে জাকে মাথোঁ                      ডেকাবেহে দল  
 দোকানো বজাবো তাত ।



চাওঁতে চাওঁতে ঠাই ভৰি গল  
ডেকা গাভৰুৰ জাক,  
দূৰণি বঢ়িয়া ঢুলীয়া আহিছে  
মুখেৰে নাতিব কাক !

পুখুৰী পাৰৰ                      জৰিৰ তলত  
এবাহ ডেকাৰ দল,  
তাৰ ওচৰতে                      গাভৰুৰ জাক  
চোৱা কাৰ কেনে বল।

ডেকাৰ মাজত                      কিৰিলি উঠিল  
ঢোলত মাৰিলে চেণ্ড,  
বিহুৰ নামেৰে                      খলকি উঠিল  
নেনাচি নোৱাৰে কেওঁ ।

ইফালে গাভৰু                      হাতৰ টকাৰে  
মুখেৰে জুৰিলে নাম.  
ককাল ঘূৰিল                      বিছলী গাভৰু  
ডেকাৰ পুৰিল কাম।





“পৰ্ব্বতে পঙ্কজে বগাব পাৰো মই  
লতা বগাবলৈ টান,  
বনৰীয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই  
ডেকাক বলাবলৈ টান।”

“তুমি শ্ৰাণেশ্বৰী সবাতকৈ সুন্দৰী  
ল'লা ফুলেশ্বৰী নাম  
তুমি যে যাবাগৈ নেদেখা ৰাজ্যলৈ  
আঁম কেনেকৰি পাম।”

“ওপৰে উৰিলে কালিন্দী ভোমোৰা  
ভৈয়ামত পৰিলে চয়া,  
সপোনে সচিতে দেখো মোৰ ধনক  
কোনেনো কৰিছে দয়া।”

“জাহে হৈ উৰিম গৈ তোমাৰে পুখুৰীত  
পাৰ হৈ পৰিম গৈ চালত,  
ঘামে হৈ সোমাম গৈ তোমাৰে শৰীৰত  
নাথি হৈ চুমা দিম গালত।”







দৃষ্টি বটয়া                      কোনোবা থাকিলে  
 মিতিৰ বিচাৰি যায়,  
 নহলে কতই                      ভোকে লঘোনেই  
 বাতিৰ বিহকে চায়।

আগৰ দৰেই                      সকলো জুমতে  
 বিহৰ উঠিল বোল,  
 পাল পাতি পাতি                      নাচনী উঠিল  
 ছফালে বজ্জালে ঢোল।

এইবাৰ আক                      বিহুলী গাভৰু  
 গাৰ তৰণী নাই,  
 আতৰত থকা                      ডেকাবোৰ চাপিল  
 আগৰ নাচনী পাই।

ঢালমৰা ডেকা                      ঢোলত হাবিল  
 মাৰিব নোৱাৰে চেও,  
 বিহুলীৰ আগত                      নাম জোৰা লাগি  
 মাৰিব নোৱাৰে কেও।



যেয়ে যিটো গায়                      দিয়ে ওলোতাই

ভাণী মোহোরা করে ।

বাঃ বাঃ ! বুলি                      সকলো ডেকাই

দাতকে কামুৰি ধরে ॥

লগৰ লগৰী                      সকলো আনন্দ

বিহলীর নাচোন চাই

শিলিঙা ডেকাৰ                      মন উত্ৰাবল

কেনেকৈ বিহলী পায় ।

মনৰ হেপাহ                      মনতে থাকিল

অকণ উদয় হ'ল,

একাৰ লগতে                      আশা এৰি থঠ

আকৌ ঘৰলৈ গল !

খাট বসি দিঠি                      অলপ জুৰাই

আকউ বিহলৈ আহে

ডেকাৰ থিতাপি                      নোহোৱা পৰ্য্যন্ত

বিহু মাৰে লাহে লাহে ।





এইদবে গই                      বিহু মাৰোতেই  
 আজিলৈ ছদিন যায়,  
 দিন ঠিক দিয়া                      ডেকাই ভাবিছে  
 গাভৰু কেতিয়া পায় ।

সকলো স্তেকাই                      চাপৰি মাৰিলে  
 মুখেৰে কিৰিলি তুলি,  
 অতি হেপাহৰ                      বছৰৰ বিহুটি  
 কালিলৈ যাবগৈ বুলি ।

ইফালে গাভৰু                      হাতৰ টকাই  
 শুক্ শুক্ শব্দ কৰে,  
 জাউত—জাউত                      শুবত মিলাই  
 মুখেৰে নামটি ধৰে ।

“কাকনো জনামগৈ                      মনৰে বেদনা  
 দুখ পতিয়াৰ মোৰ,  
 ভালকৈ বিহুটি                      গাবলৈ মাপালে।  
 কালিলৈ পৰিব ওৰ ।”



কত যে ডেকাৰ                      সাঁচতীয়া কথা  
মৰম-গাভৰু কয়,  
সেই চেগতেই                      দুইটি আঁতৰে  
কোনেনো খবৰ লয়।

মাক বাপেকৰ পাছেহে খবৰ  
জীয়াৰী পলাই গল,  
গাভৰু ছোৱালী উলিয়াই নিদিয়া  
এতিয়াহে ফল হ'ল।

ইফালে ছটিবো                      মন      উজারল  
বিভূষ আশীষ দানে,  
অফুট তালব                      গুপ্ত বাসনা  
কোনে কেনেকই জানে ?

(c)

এক দুই কবি                      সাতদিন হ'ল,  
বিল্বো আহিল শেষ,  
ডেকা গাভৰু                      জেউতি চৰিছে  
সৰাবো আনন্দ বেশ ।



ডেকা গাভৰু                      উলহ মালহ  
কাক যে কৰিব পাচ,  
বিছ চোৱা ডেকা                লা—নি পাতিছে  
চাবলৈ বিহুলীৰ নাচ ।

আগব দবেই                      সকলো চাপিল  
বাঞ্ছিনে বিহ্ব জাক,  
মনব আনন্দে                      প্রাণ উক    উক  
ঘনাই মাৰিছে পাক ।

ঢোললৈ ঢুলীয়া                      তালি মাৰে চেও  
 মুখেৰে কিৰিলি তুলি,  
 হাতত টকালৈ                      গাভৰু      উঠিল  
 নাচনী      উঠক বুলি ।

ডেকাৰ পালিয়ে                      বাছি বাছি নাম  
হেপোৰ পিটি লগাই,  
ঢোল চেয়ে চেয়ে                      নতুৱা উঠেহি  
আনন্দে টকলিয়াই।



ইফালেদি হলে                      এটা জুমত  
 সেইটো নহব বুলি,  
 মনৰ হেঁপাহে                      টকালি মাৰিছে  
 বিহলী নাচনী তুলি ।

ককাল ঘুৰাই                      বিহলী গাভৰু  
 হাতেৰে দিলেহি মান,  
 নাচি নাচি আহি                      ডেকালৈ তোঁৱাই  
 সকলো উদ্বিগ্ন প্রাণ ।

ডেকা গাভৰু                      নামজোৰা লাগি  
 উঠিছে আনন্দ ধ্বনি,  
 গুনোতাই ভাবে                      এয়েহে মাথোন  
 প্ৰেমৰ পৰশ মণি ।

”আজি ঐ লাহৰি                      কিহৰে পাচলি  
 মোকাল ভলুকাৰে গাজ,  
 ভাত খাওঁ লাহৰী                      আতৰ হৈ নাযাবা  
 অমঙ্গল মিলিব গাত ।”



“তোমালৈ যিমানটি            মৰম ঐ ধৰ্মী  
 আনলৈ সিমানটি নাই  
 আশাতে নিৰাশা            নকৰা লাহৰী  
 হিয়া মোৰ বিদৰী যাই ।”

“ভাতে খাই গলা            তপাতে তপতে  
 খুটি থৈ নগলা চুকত  
 যাৰে বেলিকা,            মাতো নলগাৰা  
 কথা থৈ নাযাৰা বুকত ।”

“বঙালৰ গোলাৰে            কাকত ঐ লাহৰী  
 বঙালৰ গোলাৰে কাকত,  
 মনৰে কথাটি            তাতে লেখি লই  
 পঠিয়াম চৰ্কাৰী ডাকত ।”

চেগ চাই চাই            আগেয়ে বিহুলী  
 জিৰণি লবলৈ যাই  
 আজি হলে আক            অকলশৰীয়া  
 সলনি দিওঁতা নাই ।



পাল পাতি পাতি      পিলিঙা ডেকাই  
 ঢোলত মাবিলে চেও,  
 বিহলীৰ নাচোনো      চৰিহে আহিল  
 নোহোৱে হৰাব কেওঁ।

সকলো! ডেকাৰ      বিহৰ ৰোলত  
 প্ৰাণ নাচি নাচি যাই,  
 গাভৰু কবলৈ      মনৰ আলচ  
 তাৰোহে সুযোগ চাই।

কেনে যে বিহৰ      উঠিছে বান্ধাৰ  
 কেনে যে লাগিছে প্ৰাণ,  
 নিজৰ চকুৰে      দেখোতা নহলে  
 শতকাই বুজা টান।

মনে হয় যেন      স্বয়ং ভগবান  
 হৈছে ইয়াতে থিত,  
 ডেকা গাভৰু      মতলীয়া কৰি  
 শুনিছে বিহৰ গীত।



চাওঁতে চাওঁতে                      সুকয় দেৱতা  
পশ্চিমত ললে ঠাই,  
ডেকা গাভৰু                      ইফালে প্ৰাণত  
মিলনৰ ঢৌ খেলাই  
গাব আঁবে আঁবে                      আলেঙে আলেঙে  
বলাই হলহি থিত,  
নাচি থাকোতেই                      বিছলী গাভৰু  
হ'ল অতি চঞ্চলিত।

ঠাইতে দেখা দি                      বলাই আঁতবি  
আঁবত ললেহি ঠাই  
জোপাব মাজত                      সোমাই থাকিল  
বিহুলীলৈ বাট চাই

বিহলী গাভক                      নাচিবলৈ এৰি  
গালত তুলিলে হাত  
কিবা হোৱা চলে                      চকু পানী টুকি  
লগবাক লগালে মাত।

বাই ভনাইঁত                      যাওঁ আৰু মই  
গা যে অসুখ কৰে,



কি যে হব মোৰ                      কব নোৱাৰিছোঁ।  
বাওঁ চকুটো লৰে।

এই বুলি কই                      অলপ বহিল  
মূৰত হাতটো তুলি  
বিহাৰ আচলে                      লগৰীয়াই বিছে  
অলপ কমক বুলি।

“কম পালে” মই                      যাওঁ আক” বুলি  
শেষত লগালে মাত,  
মনতে বলাইক                      জাবি ভাবি লই  
ঘৰলৈ ধৰিলে বাট।

বিহলীক দেখি                      বলাই ডেকাও  
জোপাৰ ওলাল বাজ,  
ঈশ্বৰক স্মৰি                      ধন্য মানিলে  
পুৰিল মনৰ কাষ।

মুকলিমূৰীয়া                      বলাই বিহলী  
আনন্দৰ সীমা নাই  
ডেকা গাভৰু                      মধুৰ মিলন  
আজি হে কোনেনো চাই







# জাননী ।

আমাৰ দোকানত স্কুলীয়া লৰাৰ সকলো কেচনৰ কোটি, কামিজ, পেণ্ট, ফ্ৰগ, ব্লাউজ, চেমিজ, তেল, সেন্দূৰ, ফণি, আছি, সেন্ট, শ্লো আৰু কিতাপ, কাগজ, দত, কলম, ব্লেকবোর্ড, ফুটবল, ভলিবল, বেড মিন্টন, বেকেত, কব্, ফাউণ্টেন পেন, ছবি-আয়না, এক্সাৰচাইজ, বুক, মেপ, ইয়াৰ উপহাৰ, লেফাফা, ফেলি কাৰ্ড, অসম মীয়া, হি স্কলী, উৰ্দ্ধ, আৰবী ইত্যাদি বিতাপ মজুত পাব। অৰ্ডাৰ পালে মফস্বললৈও পঠোৱা হয়। তলত দিয়া কিতাপ কিখন শতকৰা ১২৥০ টকা কাম চনত পাব।

অসমীয়া উজ্জ্ব ধাৰাপাত—১৮০ অনা

আখৰ চিনাক —৮৬ (মফস্বলৰ কাৰণে)

স্যান্ড হৰণ —৮০ অনা

বলাই বিছলী —১১০ „

পোৱাৰ ঠাই—

ষ্টুডেণ্টস ষ্টোৰ ।

ঢাকাইপট্টি, নগাওঁ, আসাম ।

---

নগাওঁ বৃদ্ধা শ্ৰেহত শ্ৰীকালী মোহন বৰুৱাৰ দ্বাৰা ছপা হল ।